সূচনা বক্তব্য

এলহাম হোসেন

(নগুগির সাহিত্যকর্মের উপর সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

তাং: ০৫/০৮/২০১৭

নগুগি ইতিহাসের সন্তান, সময়ের উত্তরাধিকারী। এই ইতিহাস কেনিয়া তথা সমগ্র আফ্রিকার মানুষের আফ্রিকী পরিচয় বা identity রক্ষার জন্য পশ্চিমের বিরূদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস স্বাধীনতাত্তোর কেনিয়ার তথা সমগ্র আফ্রিকার শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস নিসৃত অমোঘ সত্য হলো, আফ্রিকার মানুষের মানসকাঠামোর অখন্ডতাই আফ্রিকার রক্ষাকবজ। নগুগির এই প্রতীতী বা বিশ্বাস তাঁর সব রচনার মধ্যেই প্রবাহমান। তাঁর নিজের জবানিতে:

"Our fathers fought bravely. But do you know the biggest weapon unleashed by the enemy against them? It was not the maxim gun. It was division among them. Why? Because a people united in faith are stronger than the bomb."

এই অখন্ড চেতনার শিকড় অণ্বেষনী মূল্যমানে নগুগির নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ পরিণত হয়েছে এক ধারালো অস্ত্রে, এক মহাপরাক্রমশালী সাহিত্যকর্মে।

আসলে, সাহিত্য মহাপরাক্রমশালী। এটি গোটা বিশ্বকে করে একিভূত, ভিন্ন ভিন্ন মানব অভিজ্ঞতাকে করে আলিঙ্গনাবন্ধ এবং বিশ্বসত্ত্বাকে ধারন করে ব্যক্তি সত্ত্বার অভ্যন্তরে। এ কথা গুলোর প্রতিধ্বনি আমরা শুনি গুগির *Globalectics* এ। ভাষা যা মানব চেতনা, ভাবনা, ইতিহাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক তা কেন শুধু সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভূদের কাছ থেকে ধার করতে হবে সাহিত্য রচনার জন্য -এই প্রশ্নেরও উথ্থাপন করেছেন নগুগি তাঁর *Decolonizing the Mind* গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করেন, আফ্রিকার তো নিজেরই রয়েছে প্রাণ প্রাচুর্য ও স্বতন্ত্র পরিচয়।

আফ্রিকার এই যে স্বাতন্ত্র ও প্রাচূর্য- তা বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উন্মোচন করার মানসেই অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন 'আফ্রিকী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র'। আর আজকের সেমিনারের বিষয় 'গুগি ও তার সাহিত্যকর্ম' এই উদ্দেশ্যের সাথে শতভাগ যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক সেমিনারের আয়োজন করেছে, যার মধ্যে

আন্তর্জাতিক সেমিনারও আছে। এটি ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী লেখকদের প্রবন্ধ নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করেছে। এছাড়া আফ্রিকী সাহিত্য-সংস্কৃতির পাঠচর্চাকে বাংলাদেশে উৎসাহিত করতে আরও কিছু কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে কেন্দ্রটি এগিয়ে চলছে। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, আফ্রিকার নন্দন-প্রাচূর্যের উন্মোচন করে আফ্রিকা সম্বন্ধে বাংলাদেশের পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক সংকীর্ণতা দূর করে এই উভয় সত্ত্বার মধ্যে এক মেলবন্ধন তৈরী করার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে 'আফ্রিকী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র।'

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের চেতনায় যেসব নেতিবাচক কল্পচিত্র খোদিত আছে তার অপসারনার্থে আফ্রিকা পাঠ আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। এই নেতিবাচক মনোভঙ্গির যতটা না উৎসারিত হয়েছে আমাদের অজ্ঞতা থেকে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মানসকাঠামো ধার করার কারণে । আফ্রিকা Blank Slate বা খালি শ্লেট নয় যে সেখানে ঔপনিবেশিকরা যা লিখবে বা লিখতে

চাইবে তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আফ্রিকা নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-ব্যবস্থা, লোকসাহিত্য, ভাষা, ভাবনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অত্যন্ত বর্নাঢ্য, বৈচিত্রময় ও আকর্ষনীয় মহাদেশ। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এটি আজ প্রতিষ্ঠিত যে, মানব জাতি বা Homo Sapiens এর উৎপত্তিও ঘটেছে আফ্রিকার সাভানা

অঞ্চলে দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর পূর্বে। যদিও আফ্রিকা এক বিশাল মহাদেশ যা গঠিত হয়েছে ৫৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে; যেখানে বসবাস ৩০০০ উপজাতির, আবার এদের মধ্যে ২০০০ এরও বেশী ভাষা প্রচলিত, এক এক উপজাতি বা গোত্রের আছে এক এক নন্দনতত্ত্ব, তবুও আফ্রিকা বলতে আমরা একটা একক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বাকেই বুঝি। শত পরিবর্তনের স্রোতে, বিশ্বায়নের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েও এবং দীর্ঘসময় ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদীদের দাস ব্যবসায় ও রাজনৈতি, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাঝেও আফ্রিকা নিজের আফ্রিকি সত্ত্বা ধরে রেখেছে; এর অন্তগূঢ় সত্তার অকৃত্রিম ও শক্তিশালী উপস্থাপনা পেশ করে চলেছে বাকি বিশ্বের কাছে।

বৈচিত্র্যে আফ্রিকা কত সমৃদ্ধ তা সহজেই আঁচ করা যায় যখন আমরা দেখি যে, নেলসন ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকাতেই আছে ১১টি দাপ্তরিক ভাষা। আফ্রিকানস, নদেবেলে, সথো, সোয়াজি, তসোঙ্গ, তোসোয়ানা, ভেন্দা, জোসা ও জুলু ছাড়াও আছে ইংরেজি ভাষার বহুল ব্যবহার। চিনুয়া আচেবে ও ওলে সোয়িংকার নাইজেরিয়াতে প্রায় ২৫০ উপজাতির বসবাস। হাউসা, ইবো, ইয়োরুবা, উরুবো, ইবিবিও, কুনারি, ইদো ও অন্যসব উপজাতির আছে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও বয়ান। নগুগির দেশ কেনিয়া বৈচিত্র্যময় উপজাতি যেমন কিকুয়ু, লুহিয়া, লয়ো, কেলেঞ্জিন, কাম্বা, কিছি, মেরু ও মোম্বাসার বসবাস। ঔপনিবেশিকদের বিরূদ্ধে এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে বেশ প্রাসঙ্গিক। স্যাঁগর, স্যামবেন উসমান ও শেইখ আনতা দিওপের দেশ সেনেগাল ২০টিও বেশী উপজাতির বসবাসে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে প্রধানতম হলো ওলোফ। এছাড়া নক্রুমা ও আমা আটা আইডুর দেশ ঘানা, নুরুদ্দিন ফারার সোমালিয়া, তায়েব সালির সুদান, দাম্বুদজো মারেচেরার জিম্বাবুয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নন্দনতত্ত্ব ও বয়ানে বৈচিত্রময় ও স্বতন্ত্র।

কাজেই আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অর্থ হলো এক বিশাল ও বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করা। আর এই প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করি আমাদের সাথে আফ্রিকার সাদৃশ্য-এই সাদৃশ্য আমাদের ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর মানসিকতার মধ্যে; এই সাদৃশ্য আমাদের নন্দন, বয়ান ও মননের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনিমেষ চেতনার মধ্যে, আর এখানেই বাংলাদেশে আফ্রিকা পাঠের প্রাসঙ্গিকতা। এখানে নগুগি পাঠের যথার্থতও অনুমেয়।

নগুগি যিনি কেনিয়ার মানুষের কণ্ঠস্বর, তাঁর শিকড় অন্বেষী মনোভাব ও প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশের মানুষের পাঠচর্চায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জীবনের খন্ডতা-চেতনার ফলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার দ্বন্দ্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট সহ নানাবিধ সমস্যার উদ্রেক ঘটে সমাজ জীবনে। এই সংকট উত্তরণের সংগ্রামে আমরাও নগুগির সহযাত্রী। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মনন, চেতনা ও ভাষার স্বকীয়তা ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় নগুগির কণ্ঠস্বর যেন আমাদের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনী। তাই আজকের 'আফ্রিকী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের' এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।
সবাইকে আফ্রিকাকে জানার এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত হবার আহবান জানাই।

সবাইকে ধন্যবাদ